এক ঝুড়ি ছড়া

নুসরাত সুলতানা

নিঃস্ব

অবুঝের কাছে কি কেও
বোঝের কথা বলে?
ঋণ খেলাপির কাছে কিগো
ঋণ এর দাবী চলে?
ভেবেছিলাম স্বপ্নগুলো
বাড়বে চক্রসুদে,
সুদ শুধু নয় আসল গেল,
নিঃস্ব হলাম বোধে।

ঢোলক কাঠি

সত্য যদি লুকিয়ে রাখে
মুখোশ পরা দুর্জন,
যাচাই তবে কেমনে হবে
কে ধনী, কে নির্ধন?

যদি পেতাম জবাব সবই
ধ্রুব সত্যের মত,
দুঃখ ভুলে পরান খুলে
গাইতাম গান কত!

স্বপ্নগুলো যত আমার
হত সত্য যদি,
কবে না তবে শুকিয়ে যেতো
আমার চোখের নদী!

যদি পারতাম ভুলে যেতে
অতীত ও যত সোরগোল,
পথটা চলা সহজ হতো
থাকতো মুখে স্বপ্নবোল।

কষ্ট হয়ে ঢোলক কাঠি
বাজছে হৃদে অবিরাম,
বারন শত করার পরও
“বেশ তো হল; এবার থাম”।

দুখের শাড়ী

দুখের শাড়ীতে সুখের ভাঁজ,
ভাঁজে ভাঁজে কারুকাজ,
সবাই কেবল গল্প করে,
বেশ তো রঙ! বেশ তো সাজ !
কেও দেখেনা জমিন কেমন
কাঁচা নাকি পাকা,
ব্যাস্ত যে তাই কিনতে ও ছাই
উড়িয়ে হাজার টাকা।

লোক দেখানো সুখের স্বভাব ?
জীবন বোধের বড়ই অভাব !
লজ্জা কোথায় মানতে বল
দুখের আছে দারুন প্রভাব!

সুখ কে সঁপে পরের ঘরে,
পরের সুখ জিম্মি করে,
এমনি করে কদিন বল
খেল্ বে খেলা নিরন্তরে?

যদি কভু

যদি কভু সইতে তুমি
একা থাকার কষ্ট,
পারতে কি গো ছেড়ে যেতে,
করতে জীবন নষ্ট?

যদি কভু শুনতে তুমি
কান্না-প্রতি রাতে,
পারতে কি গো আনতে তোমার
নিদ্রা-দুটি পাতে?

যদি কভু করতে তুমি
রোমন্থন ঐ স্মৃতি,
পারতে কি গো ছাড়তে মায়া ,
হাজার শত প্রীতি ?

যদি কভু মাপতে তুমি
ক্ষতি কেমন হল,
পারতে কি গো বুঝে নিতে
হিসেব আনা ষোল ?

যদি কভু জানতে তুমি
বাসতাম কত ভাল,
পারতে কি গো দিতে আমায়
ব্যথা-এতো কালো?

যদি কভু দেখতে তুমি
বুকে কত জ্বালা,
পারতে কি গো কেড়ে নিতে
আমার হাতের বালা?

যদি কভু বুঝতে তুমি
নিলে আমার প্রাণ !
পারতে কি গো মারতে তুমি
বলতে যারে “জান”?